শ্রমিক শ্রেণীর দল—এস, ইউ, সিকে শক্তিশালী করুন

মার্ক্সবাদ লেনিনবাদের বৈজ্ঞানিক মতাদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত সাম্যবাদী আন্দোলন আজ দেশে দেশে দ্রুতগতিতে শক্তি সঞ্চয় করে চলেছে। সোভিয়েট, চীন, পূর্ব ইউরোপের নয়াগণতান্ত্রিক দেশগুলিতে সাম্যবাদী আন্দোলন যেমন উৎপাদনের ক্ষেত্রে, সমাজ গঠনের ব্যাপারে দ্রুতগতিতে সার্থক পরিণতির দিকে অগ্রসর হচ্ছে তেমনি ইউরোপ ও অন্যান্য মহাদেশের বিভিন্ন অংশে শ্রমিক শ্রেণী তার দর্শন, মার্ক্সবাদের নীতিতে অনুপ্রাণিত হয়ে তার নিজস্ব সংগ্রামের হাতিয়ার, শ্রমিক শ্রেণীর দলকে সঠিকপথে শক্তিশালী করে সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদকে ধ্বংস করার প্রস্তুতি গড়ে চলেছে।

দুনিয়াজোড়া এই অগ্রগতির সাথে ভারতের সাম্যবাদী আন্দোলন তথা শ্রমিক শ্রেণীর সঠিক দল গঠনের অপরিহার্য্য কাজকে বিচার করে দেখতে হবে, নিজেদের ভুল ত্রুটি সম্পর্কে সমস্ত প্রকার মোহান্ধতা ত্যাগ করে বিপ্লবের কাজে নিজেদের আত্মনিয়োগ করতে হবে। ভারতবর্ষের দীর্ঘ গণআন্দোলনের ইতিহাসকে একটু বিচার করে দেখলে একটা সিদ্ধান্ত অতি সহজেই গ্রহণ করা যায় যে কি পূর্ব্বের মূলতঃ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে, কি বর্তমানের মূলতঃ পুঁজিবাদী কংগ্রেসী রাষ্ট্র ব্যবস্থার উৎখাতের আন্দোলনে জনসাধারণ যেভাবে যোগদান করেছে, প্রতিটি আন্দোলনে বাস্তবদিক থেকে যে বৈপ্লবিক সম্ভাবনা বিভিন্ন সময়ে প্রদর্শিত হয়েছে ঠিক সেই ধাপে আন্দোলনের হাতিয়ার, বা সমস্ত আন্দোলনকে সঠিক পথে নেতৃত্ব দেবার মত দল সাংগঠনিক ভাবে গড়ে উঠতে পারেনি। শুধু তাই নয়, শ্রমিক শ্রেণীর দল বলে পরিচিত কম্যুনিষ্ট পার্টি নামধারী দলটির দীর্ঘ আন্দোলনের ইতিহাস থাকা সত্বেও, দল হিসেবে এর যথেষ্ট প্রতিপত্তি সত্বেও, যেহেতু গোড়া থেকেই এই দল শ্রমিক শ্রেণীর দল গঠনের অপরিহার্য্য বৈজ্ঞানিক পথ বেয়ে গড়ে ওঠেনি, ফলে বাস্তবদিক থেকে যে বৈপ্লবিক সম্ভাবনা বার বার আন্দোলনের সামনে দেখা দিয়েছে তাকে সংহত করা এবং এগিয়ে নিয়ে যাবার পরিবর্ত্তে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্কীর্ণ গণ্ডিতে আবদ্ধ রেখে শুধুমাত্র দল বাড়াবার কাজে সেই অবস্থাকে প্রয়োগ করা হয়েছে। সুতরাং দেশজোড়া বিভিন্ন আন্দোলন যতই প্রসারলাভ করুকনা কেন সেই সমস্ত আন্দোলনের ভেতর দিয়ে একটি কথা এক মুহূর্তের জন্যও ভুললে চলবেনা যে আন্দোলন পরিচালনার হাতিয়ার শ্রমিক শ্রেণীর দল গড়ে না উঠলে শেষপর্য্যন্ত সমস্ত আন্দোলনই ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হতে বাধ্য। এঅবস্থায় সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টার দেশের মেহন্নতী জনতা তথা শ্রমিক শ্রেণীর সামনে যে বিপুল সম্ভাবনা তুলে ধরেছে তাকে বিশেষভাবে পর্য্যালোচনা করতে হবে, বৈজ্ঞানিক পথে একে সত্যিকারের মার্ক্সবাদী দল হিসেবে শক্তিশালী করার জন্য সাহায্য করতে হবে।

ভারতের সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টার দেশের বর্ত্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ করে বলেছে যে দেশীয় ধনিক মালিক শ্রেণীর প্রতিভু কংগ্রেস বিশ্বাসঘাতকতার পথে আপোষ রক্ষার মারফৎ ক্ষমতা গ্রহণ করায় আমাদের জাতীয় বিপ্লব (বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব) অর্দ্ধপথে শেষ হয়ে গেছে এবং ধনিক শ্রেণী রাষ্ট্রযন্ত্র করায়ত্ত করায় তারা স্বাভাবিকভাবেই মেহন্নতী জনতার সরাসরি শত্রুপক্ষে চলে গেছে। কাজেই বুর্জোয়া শ্রেণীর পক্ষে জাতীয় বিপ্লবের অপূরিত কাজগুলি পুরণ করার মত কোন ভূমিকাই আর অবশিষ্ট নেই। আর শ্রেণী বিন্যাসের ক্ষেত্রে এই পরিবর্ত্তন বিপ্লবের স্তর নির্ণয়ের ক্ষেত্রেও এক মূলগত পরিবর্ত্তন সাধন করেছে। সুতরাং জাতীয় বিপ্লবের অসমাপ্ত কাজকে পূরণ করার দায়িত্ব পালন করা এক্ষেত্রে একমাত্র শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষেই সম্ভব এবং উপরোক্ত কর্মসূচী আজ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মসূচীর সাথে খাদ হয়ে মিশে গেছে।

আজ একটা বিষয়ে জনসাধারণকে পরিস্কারভাবে বুঝে নিতে হবে যে ব্যবসা-বানিজ্যের ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ আজও বহুলাংশে আমাদের দেশে বিদ্যমান থাকলেও তাকে সজাগভাবে পাহারা দিচ্ছে পুঁজিবাদী কংগ্রেসী রাষ্ট্র ব্যবস্থা।

অন্যদিকে ভারতীয় ধনিক শ্রেণী ক্ষমতা গ্রহনের পরে শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে দেশীয় সামন্ত প্রভুদের সাথে মিতালী করেছে। সুতরাং ভারতবর্ষ থেকে সাম্রাজ্যবাদী শোষণকে দূর করতে হলে এবং সামন্ততান্ত্রিক শোষণের বেড়াজাল থেকে মুক্ত হতে হলে কংগ্রেসী পুঁজিবাদী রাষ্ট্র কাঠামোকে ধ্বংস করার কার্য্যক্রমের ভেতর দিয়েই করা ছাড়া অন্য কোন গত্যন্তর নেই। আর পুঁজিবাদের উৎখাতের লড়াই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের লড়াই ছাড়া আর কিছু নয়। এ ক্ষেত্রে একচেটিয়া পুঁজিবাদের প্রভাবে ছোট ছোট ব্যবসায়ীদের দুর্দশার কারণ দেখিয়ে, তাদের বিক্ষুব্ধ মনোভাবের সুযোগ নিয়ে বুর্জোয়া শ্রেণীর সেই অংশের সাথে ঐক্য গড়া যায় কিনা—এবং এই ঐক্যের প্রশ্ন

(৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

গণদাবী

প্রধান সম্পাদক—সুবোধ ব্যানার্জী এম,এল,এ

সোস্যালিষ্ট ইউনিটী সেন্টারের বাংলা মুখপত্র

৫ম বর্ষ,১৬শ সংখ্যা] বৃহস্পতিবার, ১৫ই অক্টোবর,১৯৫৩, ২৮শে আশ্বিন,১৩৬০ [চারি পয়সা

খাদ্য আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ এখনও কারাপ্রাচীরের অন্তরালে

সরকারী কর্তৃপক্ষের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ

কমরেড নীহার মুখার্জী

খাদ্যের দাবীতে ২৮শে সেপ্টেম্বর রাইটার্স বিল্ডিংস ঘেরাও করার পূর্ব্বাহ্নেই সরকারী পুলিশ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও ট্রেড ইউনিয়ান নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তার খানাতল্লাসীর দ্বারা পশ্চিমবঙ্গের অভুক্ত জনসাধারণের ভূখা অভিযানকে স্তব্ধ করা যায়নি উপরোন্ত লক্ষাধিক চাষী ও নাগরিকের ব্যাপক সমাবেশে সরকারী নীতির সাময়িক পরাজয় ঘটেছে।

কিন্তু আমরা আশ্চর্য্যের সাথে লক্ষ্য করছি যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একচ্ছত্র অধিপতি ডাঃ বিধান রায় আন্দোলনের চাপে যে ন্যূনতম দাবী সরকারীভাবে স্বীকার করে নিয়েছেন তাকে এখনও কার্য্যকরী করছেন না। অবিলম্বে সমস্ত রাজবন্দীদের (এই আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্ট) মুক্তি দেবার প্রতিশ্রুতি সত্বেও আজও কেন পশ্চিমবঙ্গের গণআন্দোলনের নেতা—সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্য কমরেড নীহার মুখার্জি, কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতা কমরেড রনেন সেন, আর এস পি নেতা কমরেড মাখন পাল প্রভৃতি নেতৃবৃন্দকে আটক রাখা হয়েছে। এই ঘটনা অত্যন্ত দূরভিসন্ধিমূলক এবং পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ এর জবাব চায়। এই ঘটনা কংগ্রেসী সরকারের ধাপ্পাবাজীর এক চূড়ান্ত নিদর্শন। অপরাধ নিবারণমূলক আটক আইনের যথেচ্ছ ব্যবহারের সুযোগ নিয়ে এই সমস্ত নেতৃবৃন্দকে বিনা কারণে এতদিন আটক রাখা অত্যন্ত নিন্দনীয়। পশ্চিম বাংলার জনসাধারণ এই অন্যায়কে কিছুতেই সহ্য করবেনা। প্রয়োজন হলে গত সাধারণ নির্বাচনের পূর্বে রাজবন্দী মুক্তির দাবীতে যে ধরনের ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তুলেছিল সে ধরণের আন্দোলন গড়ে তুলতেও জনতা পিছু পা হবে না। সুতরাং বিধান সরকারকে ব্যাপক গণআন্দোলনের চাপে সমস্ত রাজবন্দীদের মুক্ত করতে বাধ্য করার পথে এগিয়ে আসুন।

পার্লামেণ্টারী আসনে উপনির্ব্বাচন

সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের পশ্চিমবঙ্গ কমিটি আগামী উপ-নির্ব্বাচন সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন

পঃ বাংলায় আবার উপ-নির্ব্বাচন আসিয়াছে। দক্ষিণ পূর্ব্ব কলিকাতায় ডাঃ মুখার্জ্জির আসন এবং নদীয়ায় পণ্ডিত মৈত্রর আসন খালি হওয়ায় এই দুইটি উপ-নির্ব্বাচন আগামী নভেম্বর মাসে হইতে যাইতেছে। গত কয়েক মাসের মধ্যে এই কোলকাতা ও নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে বিধান সভার আসনে আরও দুইটি উপ-নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই সব উপ-নির্ব্বাচন এবং বিশেষ করিয়া গত সাধারণ নির্ব্বাচনের অভিজ্ঞতা হইতে শিক্ষা লইয়া বর্ত্তমানের এই উপ-নির্ব্বাচন সম্বন্ধে কয়েকটি বিষয় গভীরভাবে আলোচনা প্রয়োজন।

দঃ পূঃ কলকাতার পার্লামেণ্টের আসনে এখন পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে যে কংগ্রেসী প্রতিনিধির বিরুদ্ধে দুইজন বামপন্থী প্রার্থী, কম্যুনিষ্ট পার্টির সাধন গুপ্ত এবং ফরওয়ার্ড ব্লকের ডাঃ ভূপাল বসু প্রতিদ্বন্দীতা করিতেছেন। কংগ্রেস প্রার্থীর বিরুদ্ধে এইভাবে দুইজন বামপন্থী প্রার্থীর প্রতিদ্বন্দীতা, বর্ত্তমান রাজনৈতিক পটভূমিকায় আমাদের মতে এক সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে।

গত সাধারণ নির্ব্বাচনের পর হইতেই আমরা ঘোষণা করিয়াছি যে, পুঁজিপতী কংগ্রেসী রাষ্ট্রের জন-বিরোধী নীতির ফলে দেশের জনমনে এই সরকারের বিরুদ্ধে যে বিদ্বেষ ও ঘৃণার সৃষ্টি হইয়াছে তাহাকে সংগঠনে রূপ দিয়া আন্দোলনের পথে পরিচালনা করিতে হইবে এবং নির্ব্বাচনে প্রতিদ্বন্দীতার মারফৎ সেই সংগঠন ও আন্দোলনের পথকেই প্রশস্ত করিতে হইবে। গণআন্দোলন প্রসারিত করিবার উদ্দেশ্যেই নির্ব্বাচনে বিপ্লবে বিশ্বাসী শক্তি অংশ গ্রহণ করে। কোন সত্যিকারের সংগ্রামী দল, শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী পার্টি এমনভাবে নির্ব্বাচনে অংশ গ্রহণ করিতে পারে না যাহার ফলে গণআন্দোলন প্রসারিত না হইয়া অনৈক্যের দুর্ব্বলতা বৃদ্ধি পায় এবং বুর্জ্জোয়া পার্লামেণ্টিয় সংস্কারবাদ প্রভাব বিস্তার করে।

এই দৃষ্টিভঙ্গী সামনে রাখিয়াই আমরা ঘোষণা করিয়াছিলাম যে সত্যিকারের সংগ্রামী বামপন্থী পার্টিগুলির উদ্দেশ্য ও কর্ম্মসূচীর ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হইয়া সম্মিলিত ভাবে নির্ব্বাচনে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দীতা করুক। কিন্তু গত সাধারণ নির্ব্বাচনে তাহা হয় নাই। বামপন্থী শক্তিসমূহের মধ্যে অনৈক্য কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা প্রত্যেকেরই স্মরণে আছে।

বর্তমান উপ-নির্ব্বাচনের সময়ে সেই পুরাতন ঘটনারই পুনরাবৃত্তি দেখা যাইতেছে। কিছুদিন যাবৎ বাংলাদেশে বিভিন্ন বামপন্থী শক্তি সমূহের মধ্যে ঐক্যের প্রেরণা প্রকাশ পাইতেছে। বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দাবী দাওয়ার সংগ্রামে বামপন্থী দলসমূহ সম্মিলিতভাবে আন্দোলনে অগ্রসর হইতেছেন। ট্রাম-ভাড়া বৃদ্ধি প্রতিরোধ আন্দোলন ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ আন্দোলনের ভিতরে সেই ঐক্য আরও দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে। যদিও উক্ত ঐক্য এখনই সুষ্ঠু United Frontএ রূপ লয় নাই, তথাপি যে United action এর ভিত্তি রচনা হইয়াছে তাহাতেই সংগ্রামের শক্তি, জনতার উৎসাহ প্রভৃতি বহুল পরিমাণে বাড়িয়াছে এবং সর্বোপরি দলসমূহের প্রতি জনসাধারণ অনেকখানি আকৃষ্ট হইয়াছে এবং আস্থা স্থাপন করিয়াছে।

কিন্তু এই অবস্থায় যদি বর্ত্তমান উপ-নির্বাচনে আবার বামপন্থী প্রার্থীরা পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হন, তবে যে ঐক্যবদ্ধ ফ্রণ্ট সম্মিলিত সংগ্রামের মাধ্যমে সৃষ্টি হইতেছিল, ঐক্যের যে আবহাওয়া রচিত হইয়াছে তাহা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হইবে। সংগ্রামে বিশ্বাসী বামপন্থী পার্টিগুলির মধ্যে বিভেদের বেড়াজাল আবার সৃষ্টি হইবে এবং ইহার ফলে একদিকে বর্তমান খাদ্য, বোনাস, বেকারী, ব্যক্তি স্বাধীনতা প্রভৃতি গণতান্ত্রিক দাবী দাওয়ার ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম দুর্বল হইবে অন্যদিকে জনসাধারণ বামপন্থী শক্তিগুলির প্রতি আস্থা হারাইবে।

শুধু তাহাই নহে, নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থীর পরাজয় নিশ্চিত করিতেও যথেষ্ট অসুবিধার সৃষ্টি হইবে—দুইজন বামপন্থী প্রার্থী প্রতিদ্বন্দীতা করিলেন।

এই অবস্থায়, দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে, আশু প্রয়োজনীয় দাবী দাওয়ার সংগ্রাম প্রসারিত করিবার জন্য বামপন্থী দলগুলির ঐক্য বজায় রাখিয়া দৃঢ় ঐক্যবদ্ধ ফ্রণ্ট গঠনের উদ্দেশ্যে কম্যুনিষ্ট পার্টি এবং ফরোয়ার্ড ব্লক উভয়ের কাছেই আমরা আবেদন করিতেছি যে, তাহারা যেন এখনও সময় থাকিতে পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে একজন মাত্র বামপন্থী প্রার্থী দাঁড় করান। জনসাধারণের মতের প্রতি যদি কোনও রকম শ্রদ্ধা দেখাইতে হয় তবে আজ অবিলম্বে প্রয়োজন ঐক্যবদ্ধ হওয়া, সম্মিলিত প্রার্থী উপস্থিত করা।

আমরা এই উভয় দলের সাথেই যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছি এবং ঐক্যের চেষ্টায় নিজেদের প্রার্থীও প্রত্যাহার করিয়াছি। কিন্তু দুঃখের সাথে লক্ষ্য করিয়াছি যে আমাদের আবেদনে কেহই সাড়া দেন নাই। তাই পরিশেষে আমরা সবকিছুরই নির্ধারক জনসাধারণের কাছে আবেদন করিতেছি যে, ঐক্যের স্বার্থে জনসাধারণ যেন আগাইয়া আসেন এবং উভয় দলের প্রতি চাপ দেন যাহাতে শেষ পর্য্যন্ত পারস্পরিক বোঝাপোড়ার মারফৎ মাত্র একজন বামপন্থী প্রার্থী নির্বাচনে কংগ্রেস ও জনসঙ্ঘ প্রার্থীর বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দীতা করে।

খনি মজদুর ইউনিয়ন গঠন

দশ দফা দাবীর ভিত্তিতে আন্দোলন গড়িয়া তুলিবার জন্য সংগ্রামী মজুরদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা

ঘাটশীলা—গত ২০শে সেপ্টেম্বর মেসার্স বার্ড এণ্ড কোম্পানীর কায়ানাই মাইনস্-এ একটি শক্তিশালী ইউনিয়ন গঠন করা হইয়াছে। গত ২০ বৎসর ধরিয়া এই খনিতে কাজ চলিয়াছে, বিভিন্ন সময়ে কোম্পানী প্রচুর মুনাফা লুটিয়াছে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত মজুরদের কোন দিকেই লাভ হয় নাই। এখনও কুলি ও মেয়ে মজুরদের কাজের স্থায়িত্ব নাই, মাগ্‌গীভাতা নাই, দৈনিক মজুরীর হার বৃদ্ধি হয় নাই। গত ১ বৎসর যাবৎ শ্রমিকদের মধ্যে চরম অসন্তোষ সৃষ্টি হইয়া চলিয়াছে অথচ কোম্পানী বা সরকারের তরফ হইতে কোন প্রকার সহানুভূতি পাইতেছিল না। তাই শ্রমিকেরা শক্তিশালী ইউনিয়ন গঠন করিয়া আন্দোলন পরিচালিত করিবার সংকল্প গ্রহণ করিয়াছে।

কমরেড হীরেন সরকার ও কমরেড অমৃতেশ্বর চক্রবর্ত্তী যথাক্রমে ইউনিয়নের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক মনোনীত হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণা চোবে, শ্রীচারু কিলু, শ্রীহৃষি অধিকারী প্রভৃতি সংগ্রামী শ্রমিকেরা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। দুই সপ্তাহের সময়ে উত্তর চাহিয়া দশ দফা দাবী সমন্বিত চিঠি স্থানীয় ম্যানেজার এবং এ্যসিষ্ট্যাণ্ট লেবার কমিশনারের কাছে দেওয়া হইয়াছে। মূল দাবীর মধ্যে কুলির দৈনিক মজুরীর হার ১৷৷০ ও স্ত্রী মজুরের দৈনিক হার ১।০, মেট, পাম্প ম্যান, কেরানী প্রভৃতির বেতন ও দৈনিক মজুরীর হার বৃদ্ধি, কাজে স্থায়িত্ব, ৩০৲ টাকা মাগ্‌গীভাতা, প্রসবকালে স্ত্রী মজুরের তিনমাস বেতন সহ ছুটি প্রভৃতি অন্যতম।

গত ৭ই অক্টোবরের মধ্যে কোম্পানী বা লেবার কমিশনারের নিকট হইতে কোন প্রকার উত্তর না পাইয়া গত ৮ই তারিখের কার্য্যকরী কমিটির সভায় প্রস্তাব গৃহীত হয় যে ১ সপ্তাহ সময় দিয়া পুনরায় ম্যানেজার ও লেবার কমিশনারের কাছে চিঠি দেওয়া হোক। ইতিমধ্যে কোন তরফ হইতে জবাব না পাওয়া গেলে সক্রিয় আন্দোলনের মারফৎ দাবী আদায়ের জন্য প্রস্তুতি গড়িয়া তুলিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করা হয়। পূজা উপলক্ষে তিন দিন বেতন সহ ছুটি দিবার জন্য শ্রমিকদের তরফ হইতে স্থানীয় ম্যানেজারের কাছে এক আবেদন করা হইয়াছে।

কোম্পানীর নিষ্ক্রীয় মনোভাবে স্থানীয় মজুরেরা উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছে এবং নিজেদের বিভেদ ভুলিয়া ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়িয়া তুলিবার জন্য দৃঢ়সংকল্প হইয়া উঠিতেছে।

সরকার নিষ্ক্রীয়তার তীব্র প্রতিবাদ

ক্ষেতমজুর ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক কমরেড সুধীর ব্যানার্জী খাদ্য সম্পর্কে সরকারী নিষ্ক্রীয়তা ও বিধান রায়ের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়াছেন :—

গত ২৮শে জুলাই পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন জেলা হইতে লক্ষাধিক কৃষক খাদ্যের দাবীতে রাইটার্স বিল্ডিংস অভিমুখে বিরাট অভিযান করিয়াছিল। ঐদিন বিধান সরকার কৃষক নাগরিকের বিরাট জমায়েতের চাপে সংযুক্ত দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটির নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং সেই বিরাট আন্দোলনের ভয়ে কম্পিত হইয়াই সংযুক্ত দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটির কয়েকটি দাবী মানিয়া লইয়াছিলেন। বিধান রায় প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে কলিকাতার রেশনিং অঞ্চলে নয় আনা দরের চাল উঠাইয়া দেওয়া হইবে এবং সাত আনা দরে উৎকৃষ্ট চাল দেওয়া হইবে। গ্রামাঞ্চলে সংশোধিত রেশনিং এলাকায় ১৫৲ টাকা দরে চাল বিক্রয় ও অভাবক্লিষ্ট অঞ্চলগুলিতে খয়রাতি দলের পরিমাণ বৃদ্ধি, টেষ্ট রিলিফের মজুরী বৃদ্ধি প্রভৃতি সম্পর্কেও সুবিবেচনার আশ্বাস দিয়াছিলেন।

কিন্তু গভীর ক্ষোভের সহিত লক্ষ্য করিতেছি যে যদিও পক্ষকাল উত্তীর্ণ হইয়া গেল তথাপি উপরোক্ত প্রতিশ্রুতি এবং আশ্বাসের একটিও আজ পর্য্যন্ত কার্য্যকরী করা হয় নাই। কলিকাতায় নয় আনা হারের চাউল উঠাইয়া দিলেও সাত আনা হারের চাউল পূর্ব্বের চেয়েও নিকৃষ্ট হইয়াছে। ইহার ফলে জনসাধারণের দুর্গতি হ্রাসের পরিবর্ত্তে বৃদ্ধিই পাইয়াছে। গ্রামাঞ্চলেও সংশোধিত এলাকায় চাউল এবং গমের মূল্য আজ পর্য্যন্ত কোথায়ও ১৫৲ করা হয় নাই। খয়রাতি দানের পরিমাণ এবং টেষ্ট রিলিফের মজুরী বৃদ্ধির প্রশ্ন আজও অমীমাংসিত রহিয়াছে।

ইহা হইতে পরিস্কার বোঝা গেল যে আন্দোলনের চাপে পড়িয়া বিধান সরকার মাথা অবনত করিলেও আন্দোলন প্রত্যাহারের সাথে সাথেই সমস্ত দায়িত্ব অস্বীকার করিতেছে। একদিকে খাদ্য আন্দোলনের কর্মীদের ওপর নিরঙ্কুশ নির্য্যাতন চালাইয়াছেন অপরদিকে কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী ও প্রাদেশিক সরকার গালভরা নূতন খাদ্যনীতি শুধু ঘোষনাই করিয়াছেন। এই অবস্থায় আমরা মনে করি যে, যে উদ্দেশ্যে খাদ্য আন্দোলন শুরু হইয়াছিল এবং ২৮শের ভূখা মিছিল অনুষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা আজও পূর্ণ হয় নাই। খাদ্যের এই সমস্যা সমাধানের এবং সমস্ত প্রতিশ্রুতি আদায়ের জন্য প্রদেশব্যাপী ব্যাপক খাদ্য আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে হইবে এবং তাহার জন্য বিভিন্ন এলাকায় শক্তিশালী সংগঠন গড়িয়া তুলিতে হইবে।

দলকে ব্যাপক করার কাজে এগিয়ে আসতেই হবে

(১ম পৃষ্ঠার শেষাংশ)

তুলে বিপ্লবের স্তর সম্পর্কে অন্যরূপ ব্যাখ্যা করার বিন্দুমাত্র সুযোগ আছে কিনা সে সম্পর্কে স্থির মস্তিষ্কে চিন্তা করা প্রয়োজন। আমাদের পরিষ্কার বক্তব্য এই যে ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ক্রমাগত দুর্দশার ফলে ছোট ছোট ব্যবসাদারদের পক্ষে এই দুর্গতির বিরুদ্ধে ভূমিকা গ্রহণের সম্ভাবনা আছে নিঃসন্দেহে কিন্তু সেই সম্ভাবনা আন্দোলনের ক্ষেত্রে কতটা কার্য্যকরী হবে সেটা নির্ভর করে ঘটনার বিশেষ সমাবেশের ওপর। তবে এই সম্ভাবনাকে কার্য্যকরী করার সময়ও শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের মূল লক্ষ্য পুঁজিবাদকে উচ্ছেদের কথা ভুললে চলবে না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে এদের সাথে ঐক্য গড়ার প্রশ্ন একান্তভাবে ব্যবহারিক প্রশ্ন (Practical Question) এটা ঘটনার সমাবেশ এবং আন্দোলন পরিচালনার কায়দার (Tactics) ওপর নির্ভরশীল। এর সাথে সামাজিক শ্রেণী বিন্যাস বা বিপ্লবের স্তর নির্দ্ধারণের প্রশ্নের কোন তত্ত্বগত (Theoretical) যোগাযোগ নেই। অথচ ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টি এই মূল প্রশ্নগুলোকে খুব যত্নের সাথে এড়িয়ে গিয়ে এখনও সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রবাদ বিরোধী বিপ্লবের চিন্তায় মশগুল।

বিপ্লবের স্তর সম্পর্কে উপরোক্ত চিন্তাকে সামনে রেখে শ্রমিক শ্রেণীর দল সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টার যে বৈজ্ঞানিক পথ বেয়ে গড়ে উঠতে চলেছে তার প্রতিটি কার্য্যক্রমকে পরিস্কারভাবে বুঝে নিয়ে বিপ্লবের গুরু দায়িত্ব পালনে অগ্রসর হতে হবে। এই বিরাট কর্ত্তব্যের কথা স্মরণ রেখে দলের প্রতিটি কর্মীর নিজেকে বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণীর দলের সভ্য হবার উপযুক্ত হিসাবে গ'ড়ে তুলতে হবে। মনে রাখা দরকার যে মার্ক্সবাদকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করা এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও প্রতিটি পদক্ষেপে তার সঠিক প্রয়োগের ওপর নির্ভর করছে বিপ্লবের নেতা হিসেবে এই দলকে প্রতিষ্ঠিত করার সম্ভাবনা। সুতরাং এই দলের সভ্য নির্ণয়ের ক্ষেত্রেও সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে; এ পথ যতই মন্থর হোক না কেন দল গঠনের ক্ষেত্রে অন্য কোন সোজা পথ আখেরে প্রচুর বিপদ সৃষ্টি করবে এবং প্রচুর সদিচ্ছা থাকলেও অন্যান্য দলের মত আমরাও ব্যর্থতার পুনরাবৃত্তি ঘটাতে বাধ্য হব।

মার্ক্সবাদী দলের সভ্য হবার সর্বপ্রথম সর্ত হ'ল—মার্ক্স বাদ-লেনিনবাদকে জীবন দর্শন হিসেবে গ্রহণ করা। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, আচারে ব্যবহারে, চিন্তায় ভাবনায়, তাকে গ্রহণ করতে হবে। মানব সমাজে এমন কোন প্রশ্ন নেই যেটা মার্ক্সবাদের সাথে সম্পর্কহীন—যেখানে মার্ক্সবাদের কোন স্থান নেই। মার্ক্সবাদ হ'ল এক সার্বিক দর্শন; একমাত্র এর সাহায্যেই বিশ্বের সমস্ত কিছু ঘটনার যথাযথ ব্যাখ্যা করা সম্ভব। তাই ধ্যান ধারণা, ভাবনা, চিন্তা কাজকর্ম প্রতিটি ক্ষেত্রেই মার্ক্সবাদী নীতি অনুসরণ করতে হবে। তবেই সঠিক মার্ক্সবাদী হওয়া সম্ভব। অবশ্য একথা ঠিক, কেউ রাতারাতি পূর্ণ মার্ক্সবাদী হতে পারে না; জীবনভোর চলে তাঁর সাধনা। প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে নিজেকে মার্ক্সবাদী বলে প্রমাণ করতে হয়—জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত চলে তাঁর শিক্ষা, সম্পূর্ণতার প্রস্তুতি।

আর এই শিক্ষা শুধু কেতাবী শিক্ষা নয়। ছক কাটা বাঁধা সড়ক তার নেই। পরিবেশের বিভিন্নতার জন্য তার প্রয়োগ হয় ভিন্ন। মার্ক্সবাদ হচ্ছে শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনলব্ধ অভিজ্ঞতার সমষ্টি। যে অভিজ্ঞতা তার মূল সূত্র, তার যুক্তিবিজ্ঞান করায়ত্ত করার জন্য অবশ্যই যে সমস্ত অমূল্য সম্পদ পুস্তকাকারে রক্ষিত আছে তা পড়তেই হবে, উপলব্ধি করতে হবে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভুললে চলবে না যে জ্ঞান অর্জন করা এবং মার্কসবাদী হওয়া এক কথা নয়। (Simply to be an intellectual is not to be a Marxist) কি পথ অবলম্বন করলে, কেমন করে প্রয়োগ করলে মার্কসবাদকে বাস্তবে রূপ দেওয়া যায়, তার জন্য নিঃস্বার্থভাবে সংগ্রাম করা মার্কসবাদী হওয়ার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। তাই তো ঘরে বসে মার্কসবাদের জাহাজ হয়ে মার্কসবাদী হওয়া যায় না। তা হতে হলে চাই সাচ্চা মার্কসবাদী দলের কাছে নিজেকে স্বার্থহীনভাবে ছেড়ে দেওয়া, তার নির্দ্দেশে নিজেকে পরিচালিত করা। এই দলই যেমন পাঠ্যসূচী বই, তার নিজের প্রকাশিত সাহিত্য এবং পাঠচক্র আলোচনা সভা ইত্যাদির মারফৎ চিন্তাগত জ্ঞান অর্জনে সাহায্য করবে, দলের চিন্তাপদ্ধতি বা Process of Thinking সম্পর্কে ক্রমাগত আলোকপাত করবে তেমনি ব্যবহারিক কাজের মধ্য দিয়ে সেই জ্ঞানকে বাস্তবে প্রয়োগ করার সুবিধা দিয়ে নবজ্ঞান আহরণে সাহায্য করবে।

এখানে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যে চিন্তার পদ্ধতি বা ধারা সম্পর্কে সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টার তার প্রতিষ্ঠার পর থেকেই দ্বান্দিক পদ্ধতি বা Dialetical Methodology'র পথ বেয়ে গড়ে উঠেছে। পাঠচক্র থেকে শুরু করে প্রতিটি ক্ষেত্রেই এই পদ্ধতির অবিরাম প্রয়োগ করে চলেছে। এর ফলে অন্ধ কর্মী তৈরীর সমস্যাকে যথাসাধ্য দূর করার চেষ্টা চলেছে, কর্মীরা বিভিন্ন রাজনৈতিক সমস্যাকে বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা অর্জ্জন করে চলেছে। এই কারনেই প্রত্যেকটি কর্মীর সমষ্টিগত অভিজ্ঞতা লব্ধ জ্ঞান দলের সাধারণ জ্ঞানে রূপ নিতে পেরেছে। অন্যদিকে সেই জ্ঞানকে যথাযথভাবে প্রয়োগ করার মধ্য দিয়ে দলের চিন্তার সাথে বাস্তব অভিজ্ঞতাকে যুক্ত করে দলকে দুটো ভাগে ভাগ (অর্থাৎ একদল abstract theoretician আর একদল crude Pratice এর চর্চাকারী) না হতে দিয়ে একটি monolithic Party হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করছে। কিন্তু শুধু সঠিক চিন্তাধারা হলে হবে না; সত্যিকারের শ্রমিক শ্রেণীর দল হলেই হবেনা তাকে কার্য্যকরী (effective) করতে হবে। ভারতবর্ষের বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে শ্রমজীবি জনতাকে সংগঠিত করে বিপ্লব সফল করার শক্তি তাকে অর্জন করতে হবে। এই শক্তির ওপরই নির্ভর করছে চিন্তাধারার অভ্রান্ততার কার্য্যকরীতা। কারন মতবাদিক অভ্যাস যতই সঠিক হোক না কেন, তাকে যদি দেশের প্রতিটি কোণে পৌছে না দেওয়া যায় তাহলে তার কার্য্যকারীতার কোন মূল্যই থাকেনা। এপ্রসঙ্গে কমরেড ষ্ট্যালিনের উক্তিকে স্মরণ করা প্রয়োজন :—

"After the correct political line has been laid down, organisational work decides everything including the fate of the political line itself, its success or failure," বা "সঠিক রাজনৈতিক কর্মপন্থা গ্রহনের পর সাংগঠনিক কাজই উক্ত কর্ম্মপন্থার ভবিষ্যত, সফলতা কিংবা বিফলতা, নির্দ্ধারণ করে।" আর দলের সাংগঠনিক কাজ বলতে বোঝায় দলের প্রতিটি কর্মীর সঙ্গে কাজ, সমর্থকদের কাজে উৎসাহিত করে তোলা, অসংখ্য জনসাধারণকে দলের পতাকাতলে টেনে নিয়ে আসা। তাই দলের প্রতিটি কর্মীর কাছে আবেদন এই যে দলের নেতৃত্বাধীনে যোগ্য কর্মী হিসেবে নিজেদের পরিচয় দিন—দেশের কোণায় কোণায় দলের শাখা প্রশাখা বিস্তৃত করে ব্যাপক গণসংগঠন গড়ার ভেতর দিয়ে দলকে শক্তিশালী করুন। এ কাজ সহজ নয় সে কথা যেমন অনস্বীকার্য্য তেমনই এ কথাও মনে রাখা দরকার যে সৃজন শক্তি বা সৃজন প্রতিভাই হচ্ছে মার্কসবাদীর যোগ্য পরিচয়। প্রাণপনে সেই কাজে আত্মনিয়োগ করার এই প্রয়োজনীয় সময়কে হেলায় ব্যর্থ হতে না দিয়ে পূর্ণভাবে দলকে শক্তিশালী করার কাজে এগিয়ে আসুন এই আবেদনই আজ প্রতিটি কর্মীর কাছে তুলে ধরছি।

স্থায়ী বিকল্প চাকুরীর দাবীতে খাদ্য দপ্তর কর্ম্মচারীদের জনসভা

বিগত ৫ই অক্টোবর তারিখে স্থায়ী বিকল্প চাকুরী, পে-স্কেলের প্রবর্ত্তন প্রভৃতির দাবীতে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তর কর্ম্মচারীদের এক বিরাট সভা হয়। এই সভায় পাঁচ সহস্রাধিক লোকের সমাগম হয়। এই সভায় শ্রীযুক্ত সত্যপ্রিয় ব্যানার্জী তাঁহার ভাষনে বলেন যে বিশ হাজার সভ্যের এই প্রতিষ্ঠান 'এক বিরাট শক্তির অধিকারী। বিশ হাজার লোকে যদি একযোগে আওয়াজ তুলে তাহা সারা পশ্চিম বঙ্গের আকাশ বাতাস কাঁপাইয়া তুলিবে। তিনি সমিতিকে আরও সুসংহত করিতে উপদেশ দেন। হিন্দ্ মজদুর সভার শ্রীযুক্ত যতীন মিত্র এবং পরিতোষ ব্যানার্জীও সমিতির সংহতির কথা উল্লেখ করেন এবং সকলেই ট্রেড-ইউনিয়নের আইনগত ক্ষমতার সুযোগ লইবার পরামর্শ দেন।

প্রারম্ভে সমিতির সম্পাদক রিপোর্ট পাঠ করেন এবং সরকারী নীতি পরিবর্ত্তনের ফলে কর্ম্মচারীদের আসন্ন বেকারী অবস্থা সম্পর্কে সচেতন করিয়া দেন। সভায় প্রস্তাব লওয়া হয় দাবী দাওয়ার যে তালিকা সরকারকে পেশ করা হইয়াছে তাহা যেন সরকার মানিয়া নেন এবং বিশেষ করিয়া সরকারী নীতি যাহাই হউক না কেন একটি লোকও যেন বেকার না হয়। সভার শেষে প্রায় তিন হাজার লোকের এক শোভাযাত্রা বাহির হয় এবং উহা ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, বহুবাজার ষ্ট্রীট ও আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট হইয়া শ্রদ্ধানন্দ পার্কে আসিয়া শেষ হয়।

কম্যুনিষ্ট পার্টি ত্যাগ করিয়া এস, ইউ, সিতে যোগদান

সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারই সাচ্চা সাম্যবাদী দল বলিয়া ঘোষণা

উড়িষ্যা প্রদেশের কমিউনিষ্ট পার্টির বিশিষ্ট কর্ম্মী

কমরেড মাধব সিং, চক্রধর রথ, হৃষিকেশ সামল, করুণাকর দাস, ঘনশ্যাম জানা, আদিকান্দ নায়ক, হরেকৃষ্ণ নায়ক এবং আরও কয়েকজন নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়াছেন ঃ—

বহুবৎসর ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টির সভ্য হিসাবে কাজ করার পর আমরা এই স্থির প্রত্যয়ে আসিয়াছি যে ভারতবর্ষের কমিউনিষ্ট পার্টি, কমিউনিষ্ট ছদ্মনামে একটি পাতি বুর্জোয়া শ্রেণীর দল। ইহা আদৌ সর্বহারা শ্রেণীর দল নহে। এই দল জন্মের পর হইতে আজ পর্য্যন্ত বার বার ভূল মূল সংগ্রাম নীতি ও কৌশল গ্রহণ করিয়া দলের অমার্ক্সবাদী চিন্তা-পদ্ধতির কথাই প্রমাণ করিয়াছে। শুধু তাহাই নহে এই দলের মধ্যে থাকিয়া ইহার ত্রুটি-বিচ্যুতির সংস্কার করিতে গিয়া আমাদের এই অভিজ্ঞতাই হইয়াছে যে এই দলের সাংগঠনিক নীতি পদ্ধতিও মার্ক্সবাদ সম্মত নয়। পার্টির মধ্যে উপ-দলীয় চক্র ও আমলাতান্ত্রিক কর্মপদ্ধতি বিরাজ করিতেছে। ইহা দলের মধ্যে 'গণতান্ত্রিক-একেন্দ্রীকরণের' স্থলে 'যান্ত্রিক-একেন্দ্রীকরণেরই' সাক্ষ্য দান করে। এই দলের সভ্য হিসাবে কাজ করার সময় এই দল সম্পর্কে ভারতবর্ষের সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের বক্তব্য ও তাহাদের কার্য্যক্রম ও পদ্ধতি, সর্ব্বহারা শ্রমিক শ্রেণীর দল গঠন সম্পর্কে তাহাদের মতবাদ স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু তা সত্বেও আমরা 'কমিউনিষ্ট পার্টিকেই সংস্কার করিয়া' সত্যিকারের শ্রমিক শ্রেণীর দল গঠন করিবার ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া কাজ করিতে করিতে উপরোক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি এবং সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টার কর্ত্তৃক প্রচারিত—"পেটি বুর্জোয়া পার্টিকে সংস্কার করিয়া কখনও শ্রমিক শ্রেণীর দল গঠন করা যায় না, শ্রমিক শ্রেণীর দল জন্মের সাথে সাথেই তার নিজস্ব বৈশিষ্ট প্রাপ্ত হয়"—ইহার সত্যতা ও যথার্থতা উপলব্ধি করিয়াছি। তাই আমরা সত্যিকারের শ্রমিক শ্রেণীর দল গঠনের জন্য ভারতবর্ষের সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারে যোগদান করিতেছি এবং কমিউনিষ্ট পার্টির মধ্যে যে সব সত্যিকারের কর্ম্মী এখনও দলকে সংস্কারের মারফৎ শ্রমিক শ্রেণীর দল গঠনের কথা চিন্তা করিতেছেন তাঁহাদিগকে এই ভ্রান্ত নীতি ত্যাগ করিয়া শ্রমিক শ্রেণীর দল সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারে যোগদান করিতে অনুরোধ করিতেছি।

ঘোষণা

'গণদাবী'র সমস্ত এজেন্ট, জেলা প্রতিনিধি ও পাঠকদের উদ্দেশ্যে জানানো যাইতেছে যে অন্যান্য বছরের মত এবারও 'গণদাবী'র নভেম্বর বিপ্লব বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করা হইবে; নিয়মিত আকারের ২০ পৃঃ (৫ ফর্মা) কাগজ রঙ্গিন কাভারে ও বিভিন্ন ব্লকসহ মুদ্রিত হইবে। উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধের মধ্যে থাকিবে, পার্লামেণ্টিয় আন্দোলন, ভারত সম্বন্ধে ষ্টালিন, সংগঠন সম্বন্ধে, প্রগতি সংস্কৃতি আন্দোলনের ধারা, নভেম্বর বিপ্লবের শিক্ষা, ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টির বর্তমান কার্য্যক্রম ইত্যাদি।

এজেণ্ট ও প্রতিনিধিদের কাছে অনুরোধ তাহারা যেন ৩০শে অক্টোবরের মধ্যে পূর্বেকার বাকী দাম পাঠাইয়া দেন এবং বিশেষ সংখ্যা কত কপি প্রয়োজন তাহা পরিস্কার জানাইয়া দেন। অগ্রিম অর্ডার 'বুক' করিবার জন্য পাঠকদের অনুরোধ করা হইতেছে।

ম্যানেজার, গণদাবী

সম্পাদক—প্রীতিশ চন্দ কর্ত্তৃক ২৩, ডিক্সন্ লেন পরিবেষক প্রেসে মুদ্রিত ও ৪৮নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা—১৩ হইতে প্রকাশিত।

বেহালায় মালিকের যোগসাজসে পুলিশের তাণ্ডব

শ্রমিকদের ওপর বেপরোয়া লাঠি চার্জ ও কাঁদুনে গ্যাস প্রয়োগ ; ক্লাইড ফ্যান ও ভারত কার্বন কোম্পানীর ঘটনা

বেহালার ক্লাইড ফ্যান কোম্পানীর ৫০জন শ্রমিককে ছাটাইএর প্রতিবাদে শ্রমিকরা অবস্থান ধর্মঘট করায় পুলিশ লাঠি চার্জ করিয়া শ্রমিকদের কারখানা হইতে বাহির করিয়া দেয়। এই সময় মালিক পুলিশের সহায়তায় এক নূতন চক্রান্ত করিয়া ৩০শে সেপ্টেম্বর কারখানা হইতে মালপত্র বাহির করিবার চেষ্টা করে। শ্রমিকরা গেটের সম্মুখে শান্তভাবে অবস্থান করিয়া এই কার্য্যের বিরোধীতা করেন। পুলিস সেই শান্ত শ্রমিকদের ওপর নির্মমভাবে লাঠি চার্জ করে, কাঁদুনে গ্যাস প্রয়োগ করে ও শেষ পর্য্যন্ত গ্রেপ্তার করে। শুধু তাহাই নহে—পুলিশ তার পরে ঐ এলাকার বিভিন্ন বামপন্থী কর্মীবৃন্দের বাড়ী ব্যাপকভাবে খানাতল্লাসী করিয়া কমপক্ষে ৩৫ জন কর্মীকে গ্রেপ্তার করে।

ঠিক তারই পাশে দেখা যায় ভারত কার্বন ও রবন কোম্পানীর জুলুম। ২২শে সেপ্টেম্বর মালিকের গুণ্ডা দ্বারা Bharat Carbon Companyর ২ জন ইউনিয়ন কর্মী ভীষণভাবে প্রহৃত হন। উক্ত কোম্পানীর শ্রমিকবৃন্দ মিলিত হইয়া অবস্থান ধর্মঘট সুরু করেন। তাঁহারা দাবী করেন—(১) এই অত্যাচারের বিচার চাই, (২) গত জুন মাসের ৮ জন বরখাস্ত শ্রমিককে পুনর্নিয়োগ করতে হবে। (৩) পূজা বোনাস দিতে হবে। আন্দোলনের পরবর্ত্তী স্তরে ৬ই অক্টোবর মালিক সশস্ত্র পুলিশ আনিয়া অবস্থান ধর্মঘটকারী শ্রমিকদের জোর করিয়া বাহির করিয়া দেয়।

সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের স্থানীয় শাখা ক্লাইড ফ্যানও ভারত কার্বন কোম্পানীর শ্রমিকদের সংগ্রামের সাথে সহযোগিতা করে আসছে এবং শ্রমিকদের দাবী দাওয়া পূরণ না হওয়া পর্য্যন্ত তাদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলবার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে।

এস, ইউ, সির শরৎকালীন শিক্ষা-শিবির

১৫ই অক্টোবর হইতে এস, ইউ, সির শরৎকালীন শিক্ষাশিবির কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হইবে। এই শিক্ষাশিবির বিশেষ করিয়া পার্টির নূতন কর্মীদের জন্যই আয়োজন করা হইয়াছে। সাধারণ সম্পাদক কমরেড শিবদাস ঘোষ এই শিক্ষাশিবিরকে প্রধানতঃ পরিচালনা করিবেন।

আলোচ্য বিষয় :—

(১) সমাজের ক্রমবিকাশ

(২) শ্রমিক দল গঠন অপরিহার্য্য কেন ?

(৩) শ্রমিকশ্রেণীর এক নায়কত্ব (Dictatorship of the proletariat) কি ও তাহার ভূমিকা

(৪) নয়াগণতন্ত্র ও জনগণের পণতন্ত্র

(৫) ভারতের সাম্যবাদী আন্দোলনের ধারা

(৬) শ্রমিক শ্রেণীর দল হিসেবে সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের গুরুত্ব

(৭) কোন পথে পার্টি সংগঠন পড়িতে হইবে ?

(৮) ট্রেড ইউনিয়ন ফ্রণ্ট, কৃষক ফ্রণ্ট ও ছাত্র ফ্রণ্টের কর্মসূচী ইত্যাদি

ইহা ছাড়া মার্ক্সবাদের কয়েকটি প্রামাণ্য গ্রন্থ এবং দলের প্রকাশিত (১) মার্ক্সবাদের কষ্টিপাথরে ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টি (২) সোস্যালিষ্ট প্যার্টির সোস্যালিজম্ ? প্রভৃতি পুস্তিকার উপর আলোচনা করা হইবে।

বিশদ বিবরণের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় খোঁজ করুন—

কমরেড শচীন ব্যানার্জী
৪৮নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট,
কেন্দ্রীয় আফিস—**এস, ইউ, সি, আই,**

পড়ুন

সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের হিন্দী মুখপত্র

নয়াযুগ

সম্পাদক—**শঙ্কর সিং**

মূল্য—এক আনা

প্রাপ্তিস্থান :—"নয়াযুগ" কার্য্যালয়
ঝড়িয়া, মানভূম।